দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ইনকিলাব : বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার উদ্যোগে গতকাল সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম

জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বতন্ত্র কওমী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করুন

সাধারণ শিক্ষায় ধর্ম ও আরবী বাধ্যতামূলক করতে ওলামায়ে কেরামের তাগিদ

স্টাফ রিপোর্টার

কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বেফাক প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, ভারত-পাকিস্তানের মত কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান দেয়ার এবং সাধারণ শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা ও আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করাসহ ৯ দফা প্রস্তাব করা হয়েছে। বেফাকের সহসভাপতি মাওলানা আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন মালিবাগ জামিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, মাওলানা নুর হোসাইন কাসেমী, মাওলানা মুফতি ওয়াক্কাস, মাও. আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, মাওলানা মাহফুজুল হক, মাও. নুরুল ইসলাম, মাও. হাকীম আ. সামাদ প্রমুখসহ সারাদেশের জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সেমিনারে প্রস্তাবসমূহ হচ্ছে প্রস্তাবনার উল্লেখ্য শিক্ষানীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বতন্ত্র

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

দর্শন বাদ দেয়া, বেফাক প্রস্তাবিত কওমী মাদরাসার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা ও শিক্ষানীতি নতুন করে ঢেলে সাজানো। এছাড়া আলেমদের সমন্বয়ে প্রণীত শিক্ষা সিলেবাস, আধুনিক শিক্ষায় সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক করা।

৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এক এবং অভিন্ন সিলেবাস কওমী মাদরাসায় কার্যকর না করে বেফাক রচিত সিলেবাস বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার অবাধ ও ব্যাপকতার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন আইন প্রত্যাহার করা। শিক্ষকে শুধুই কর্মমুখী না করে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় করা। জাতীয় শিক্ষানীতির পুনঃ পর্যালোচনার জন্য আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা ও কওমী সনদকে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেয়া।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আফম খালিদ হোসেন, আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া, ড. মুশতাক আহমদ, মাওলানা জুবাইর আহমদ আশরাফ। প্রবন্ধে বলা হয়, কওমী মাদ্রাসাগুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে এমপিওভুক্ত করা হলে সঙ্গত কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। ১৪শ' বছরের মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম নীতিনীতি ও ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে বাধ্য। স্কুল-কলেজের মতো কওমী মাদ্রাসায় সহশিক্ষা চালু হবে। ৩০% মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ দিতে হবে। সরকারপ্রধানের ছবি টানাতে হবে দফতরে। উল্লিখিত বিষয়গুলো কোনভাবেই মেনে নেয়ার মত নয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জামিয়া শারইয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ বলেন, কওমী মাদরাসা স্বতন্ত্র ধারার একটি শিক্ষাব্যবস্থা। এর সমর্থক দেশের অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সুতরাং, এ বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার কখনো মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি যেমন হওয়া প্রয়োজন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে তা নেই। এটি প্রয়োগ করা হলে দেশে চলমান অস্থিতিকর পরিস্থিতি আরো বাড়বে।

সভাপতির বক্তৃতায় মাওলানা আশরাফ আলী বলেন, আমাদের দেশ দু'বার স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু এখনো দেশে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। আমরা নিজেরা কিছুই তৈরি করতে পারিনি। আমাদের পতাকা দু'বার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু নীতি-নৈতিকতার পরিবর্তন হয়নি। শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় দেশে দুর্নীতি বেড়েই চলছে। কারণ, আধুনিক শিক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই।

তিনি বলেন, সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষা মনে করে সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের হাতে খাতাকলমের পরিবর্তে অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। সুতরাং আমাদের দাবী হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি ধর্মশিক্ষাভিত্তিক হোক। যার ফলে দুর্নীতি তৈরি হবে না। ছাত্রদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে থাকবে শিক্ষা উপকরণ। এ বিষয়ে সরকারকে সচেতন হতে হবে।

বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার স্বাগত ভাষণে বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম করণীয় কর্তব্য ছিল বিজাতীয় শিক্ষানীতি বিদায় করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে দেশবাসী হতাশ হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য যেসব উপাদান, নীতিমালা, চিন্তা-চেতনা প্রয়োজন তার কিছুই নেই। আজকের সম্মেলনের দাবী হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা এবং আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে